দৈনিক খবর

তারিখ 03 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

06

প্রসঙ্গ ঃ সার্ক–এর ভবিষ্যৎ

যে উদ্দেশ্য নিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক গঠিত হয়েছিল, তা কতটা সফল হয়েছে এ প্রশ্ন অনেকেই তুলেছেন। সার্ক–এর ভবিষ্যৎ আজ আশা ও হতাশার সুতোয় দোদুল্যমান। দু' দু'বার স্থগিত সার্ক–এর সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন আবার কবে হবে সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ঘোর এখনও কাটেনি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারী মহল আশাব্যঞ্জক কিছুই শোনাতে পারছেন না। এই অনিশ্চয়তা আগে কখনও ছিল না। দু'বছর আগেও সার্ক–এর ভবিষ্যৎ এবং কার্যকারিতা এ অঞ্চলের একশ' কোটি মানুষের মনকে উদ্দীপিত করত। কিন্তু সে উদ্দীপনার নাম–নিশানাও আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই পটভূমিকায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সম্প্রতি যে বক্তব্য রেখেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। গত রোববার বাংলাদেশ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির (ওকাব) সদস্যদের প্রেস ব্রিফিং দিতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আঞ্চলিক সহযোগিতা যেহেতু উন্নয়নশীল দেশের জন্য অগ্রগতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সেজন্য সার্ক–এর ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হবার কারণ নেই। তিনি বলেন, দু'বার স্থগিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সুবিধামত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং সার্ক–এর চেয়ারম্যান শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট প্রেমদাসা রানাসিঙ্গে এ ব্যাপারে সদস্য দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখছেন। সার্ক শীর্ষ সম্মেলন দু'বার স্থগিত করা বাংলাদেশের জন্য 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে অভিহিত করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করেন যে, আঞ্চলিক ফোরাম সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের 'সামান্য শীতল সম্পর্ক' চলছে। কিন্তু এটা দুই প্রতিবেশী দেশকে দূরে সরিয়ে দেবে না। এই শীতল অবস্থা কাটানো অসম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপমহাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সার্ক–এর ভাগ্যকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। ভারতের অযোধ্যায় উগ্রবাদী হিন্দুরা ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার প্রতিক্রিয়ায় উপমহাদেশের ৩টি দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চরমে ওঠে। বস্তুতঃ এটি সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। শীর্ষ সম্মেলন দু' দু'বার স্থগিত হবার মূল কারণ উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। এ নিয়ে এক দেশ অপর দেশকে দোষারোপ করে কিংবা পরস্পরের ওপর কাদা ছিটিয়ে কোনো লাভ হবে না। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা উপমহাদেশে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাই সার্ক–এর পূর্ব নির্ধারিত শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি– এটিই বাস্তব সত্য। এই বাস্তবতাকে সরল মনে স্বীকার করে নিয়ে পরিস্থিতির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে যত্নবান হতে হবে। তাহলেই সার্ক ধীরে ধীরে সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু এ ব্যাপারে ৭টি দেশের নেতৃবৃন্দকে আন্তরিকতার সাথে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে।

আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সামান্য শীতল সম্পর্ক চলছে। কিন্তু এটা দুই প্রতিবেশী দেশকে দূরে সরিয়ে দেবে না।' শীতল অবস্থা কাটানো অসম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই প্রথম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের 'সামান্য শীতল সম্পর্ক' চলছে। পেশাদার কূটনীতিক হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এতটা খোলামেলাভাবে 'শীতল সম্পর্ক' বাক্যটি উচ্চারণ করতেন না বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু তিনি যখন শীতল সম্পর্কের বিষয়টাকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন তখন এর প্রেক্ষাপটে সার্ক–এর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করা এবং এ প্রতিষ্ঠানের হারানো মর্যাদাকে আবার কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা গুরুত্বারোপ করছি।

সার্ক–এর মৌল লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব বন্ধন জোরদার করে তুলে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ লক্ষ্যে সার্ক যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। পূর্ববর্তী রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা সার্ক–এর মৌল আদর্শকে সমুন্নত রেখে এ অঞ্চলের শত কোটি মানুষের মনে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধসহ সহযোগিতার মনোভাব সঞ্জীবিত করে তুলতে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বিগত দু'বছরে সার্ক–এর নেতৃবৃন্দ কাংক্ষিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হননি বলেই সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিশেষ করে উপমহাদেশীয় ৩টি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবে চিড় ধরেছে। এটা একটা বাস্তব সত্য এবং একে লুকানোর কোনো উপায় নেই। কিন্তু সেই সাথে এটাও স্বীকার্য যে, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অঞ্চলের দেশগুলোর উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্যেই পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক উন্নত করে তোলা দরকার। প্রতিটি দেশকে এ জন্য যত্নশীল হতে হবে, কারণ প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা গড়ে তোলা ছাড়া উন্নয়ন কর্মকান্ডে গতি সঞ্চার করা কখনও সম্ভব হবে না। এই মৌল উপলব্ধি থেকেই সার্ক গঠিত হয়েছিল। এ উপলব্ধিকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলেই সার্ক তার আগের মর্যাদা আবার ফিরে পাবে। এ ব্যাপারে উপমহাদেশের ৩টি দেশ– বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এ তিনটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে উন্নত করে তোলা সম্ভব হলে সার্ক–এর সামনে থেকে হতাশার কালো মেঘ আপনা–আপনিই দূরে সরে যাবে।